সমকাল

তারিখ 10 FEB 2014
পৃষ্ঠা 20 কলাম 2

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তীব্র আবাসন সংকট

■ সাব্বির নেওয়াজ

দেশের ৩৫টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসন সংকট দেখা দিয়েছে। এগুলোর মধ্যে ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় একেবারেই নতুন। পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়েও বছরের পর বছর চলছে একই সমস্যা। ছাত্রীদের আবাসন সংকটই সবচেয়ে তীব্র।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) তথ্যমতে, চলতি ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে এই সংকট অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। এ বছর প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়া ৯০ শতাংশ শিক্ষার্থীই দ্বিতীয় বর্ষে ওঠার আগে আবাসিক হলে আসন পাবেন না। ইউজিসি জানিয়েছে, বর্তমানে ৩৫টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ১৮ শতাংশ শিক্ষার্থী আবাসিক সুবিধা পাচ্ছে। বাকি ৮২ শতাংশ শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে থেকে পড়াশোনা চালাতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বলছেন, আবাসিক সমস্যার সমাধান না করে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একের পর এক নতুন বিভাগ খুলছে।

এ সমস্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সমকালকে বলেন, 'আমাদের সম্পদ সীমিত। সীমিত সম্পদ দিয়ে বিশাল জনগোষ্ঠীর অভাব রাতারাতি পূরণ করা সম্ভব নয়। এ জন্য দরকার শিক্ষা খাতে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানো।' তিনি বলেন, 'শিক্ষার্থীর সংখ্যা যে হারে বাড়ছে, সে হারে আবাসিক হল তৈরি হচ্ছে না। ফলে এ সংকট দিন দিন বাড়ছে। এর পরও সরকার চেষ্টা করছে আবাসিক সংকট কাটানোর।'

ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী সমকালকে বলেন, বিশ্বায়নের যুগে সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তীব্র আবাসন

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিত্যনতুন বিভাগ খোলার অনুমতি চাইছে। ইউজিসি থেকে যৌক্তিক কারণেই অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আবাসন সংকট ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছে। এটা বাস্তবতা। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন আবাসিক হল নির্মাণ চলছে। আবার কোনো কোনোটিতে প্রক্রিয়াধীন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্য সেন হলের গণরুমের বাসিন্দা তৌফিক আহম্মেদ তামিম বলেন, 'গণরুমগুলোতে গাদাগাদি ও ঠাসাঠাসি করে মানবেতর জীবনযাপন করতে হয়। রুমে এত ছাত্রের একসঙ্গে পড়াশোনা করার জায়গা নেই। কারও অসুখ-বিসুখেও একটু স্বস্তি দেওয়া যায় না।'

আবাসন সংকটের কারণে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আশপাশে অনেক মেস গড়ে উঠেছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশের গ্রামগুলোতে ছাত্র মেস গড়ে তুলে ফ্রি আবাসন সুবিধার বিনিময়ে ছাত্রশিবির শিক্ষার্থীদের দলে ভিড়াচ্ছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় বাসা ভাড়া করে অনেক শিক্ষার্থী থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে বেগ পেতে হচ্ছে অনেক মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানদের। শুধু শিক্ষার্থীদের নয়, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যেও আবাসন সংকট চরমে। ৩৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫ ভাগ শিক্ষক আবাসন সুবিধা পাচ্ছেন। আর কর্মকর্তাদের মধ্যে ১৬ ভাগ, তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যে ১৯ ভাগ, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের মাত্র ১২ ভাগ আবাসন সুবিধা পাচ্ছেন।

সংকটের ভয়াবহ চিত্র : ইউজিসির সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্যমতে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২১টি হল রয়েছে। শিক্ষার্থী সংখ্যা ২৭ হাজার ১০১। তাদের মধ্যে ১৫ হাজার ৩২৩ শিক্ষার্থী আবাসন সুবিধা পাচ্ছেন, যা মোট শিক্ষার্থীর ৫৭ ভাগ। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষক আছেন ১ হাজার ৪৪২ জন। তাদের মধ্যে আবাসিক সুবিধা পাচ্ছেন ৬৮৮ জন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৭টি হলে মোট ৩২ হাজার ৭৪৬ শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ৭ হাজার ৬৩৮ শিক্ষার্থী আবাসিক সুবিধা পাচ্ছেন, যা মোট শিক্ষার্থীর ২৩ ভাগ। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষক রয়েছেন ১ হাজার ১২ জন। তাদের মধ্যে আবাসিক সুবিধা পাচ্ছেন ২৫৮ জন। এভাবে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ হাজার ৯৩ জনের মধ্যে ১৩টি হলে ৪ হাজার ৯০০, বুয়েটে ৮টি হলের ৮ হাজার ৬৫৫ শিক্ষার্থীর মধ্যে ২ হাজার ৮৬২, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০টি হলে ২২ হাজার ৫২১ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪ হাজার ৩৮৮, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২টি হলে ১৪ হাজার ১৭৪ জনের মধ্যে ৬ হাজার ১৭৪, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬টি হলে ১১ হাজার ৬৯৫ শিক্ষার্থীর মধ্যে ২ হাজার ৪৭০, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫টি হলে ৭ হাজার ৭০৪ শিক্ষার্থীর মধ্যে ২ হাজার ৯৪, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩টি হলে ৪ হাজার ৭৫২ জনের মধ্যে ১ হাজার ১৯৮ শিক্ষার্থী আবাসন সুবিধা পাচ্ছেন। এমন চিত্র বাকি সব বিশ্ববিদ্যালয়েরই। আর রাজধানীর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো আবাসিক হলই নেই। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থী ১৮ হাজার ৬৩৬ জন।

বরেণ্য শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম সমকালকে বলেন, 'সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসন সংকট প্রকট। আর এটা এড়ানো সম্ভব নয়। কারণ প্রতি বছর যে হারে শিক্ষার্থী ভর্তি হয়, সে হিসাবে আসন খালি হয় না। ফলে সিট সংকট থেকেই যায়। এ থেকে উত্তরণে নতুন হল তৈরি করার কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষকদেরও একই সমস্যা।'